বিপ্লবী বসন্তকুমার বিশ্বাস

গৌরী মিত্র

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ মুখবন্ধ ॥

'পোড়ামাটি' বলতে বোঝায় আগুনে পোড়া মাটি। পোড়া মানে দগ্ধ। পোড়াকপাল, পোড়ামুখ, পোড়াদেশ— এসব কথার 'পোড়া' মানে হতভাগ্য, মন্দ; কখনও বোঝায় কলঙ্কিত। অবিভক্ত বাংলার নদিয়া জেলার একটি গ্রামের নাম 'পোড়াগাছা' হল কেন কে জানে! তবে জানা গেছে এ গ্রামে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করা সন্তান— স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর বিপ্লবী বসন্তকুমার বিশ্বাস জন্মেছিলেন। তিনি কবে জন্মেছিলেন, কবে বিপ্লবকর্মে অংশ নিয়েছিলেন, কোথায় ঘটিয়েছিলেন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড? তাঁকে কী নাবালক বয়সেই ইংরেজ সরকার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল? এবংবিধ প্রশ্নের উত্তর এখন দেশের অনেক মানুষই জানেন না। এমনকি অনেকে শোনেননি বসন্তকুমার বিশ্বাসের নাম পর্যন্ত!

প্রবাদপ্রতিম 'বিপ্লবী' বসন্তকুমারকে প্রচারের আলোয় আনা প্রয়োজন। বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার— ইতিহাস সচেতন, সমাজমনস্ক শ্রী শংকরীভূষণ নায়ক এ প্রয়োজনের কথা

ভেবেই আমাকে বলেছিলেন বিপ্লবী বসন্তকুমার বিশ্বাসের জীবনীগ্রন্থ রচনার করার জন্য। তিনি সাহস, ভরসা যুগিয়েছেন বলে সম্ভব হয়েছে এ কাজে এগোনো।

বিপ্লবী বসন্তকুমার বিশ্বাসের প্রথম জীবনীকার তথা লেখক ডক্টর মোহনকালী বিশ্বাসের কন্যা শ্রীমতী আল্পনা বসু সহায়তা করেছেন বইপত্র দিয়ে। শ্রীমতী বাণী পাল, শ্রীমতী তপতী কর, শ্রীমতী জয়শ্রী সরকার—এঁরা সকলেই বিপ্লবী সম্পর্কিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন।

সকলকে ধন্যবাদ জানাই। পরিশেষে বলি—যদি এই জীবনীগ্রন্থ পড়ে পাঠকজন বিপ্লবী বসন্তকুমার সম্পর্কে উৎসাহিত হন আর তাঁর সম্পর্কে আরও কিছু জানার জন্য গবেষণাকাজে এগোন—তাহলে আমার কাজ সফল হবে।

গৌরী মিত্র

সূচিপত্র

ভারতে ইংরেজ শাসনের পটভূমি ১১

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা ১৪

বসন্তকুমার বিশ্বাসের বংশপরিচয় ও পরিবেশ ১৯

বসন্তকুমারের বাল্যজীবন ২৩

নীল বিদ্রোহ সম্পর্কিত সমাচার ২৭

বিপ্লবী আন্দোলনে পটভূমি ৩৪

বিপ্লবী আন্দোলনে অনুপ্রবেশ ৪৯

বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা ৫৫

লক্ষ পূরণের সক্রিয় প্রচেষ্টার সূচনা ৬৭

বৈপ্লবিক বোমা নিক্ষেপের পরবর্তী অধ্যায় ৭৬

বাংলার বিপ্লবচেতনা ছড়িয়ে পড়ে ভারতে ৮৬

বিপ্লবীদের গ্রেফতার করার জন্য পুলিশের তৎপরতা ৯১

বিচারে বসন্তকুমারের ফাঁসি ১০৩

শহীদ বসন্তকুমারের ফাঁসির পরের ঘটনা ১০৮

বসন্তকুমার ও তাঁর মত বিপ্লবীদের সম্বন্ধে
ভাবীকালের ভাবনা ১১৭

বসন্তকুমার বিশ্বাসের কুলপঞ্জি ১২৪

জীবনপঞ্জি ১২৫

তথ্যসূত্র ১২৭

পরিশিষ্ট ১২৯

॥ এক ॥

ভারতে ইংরেজ শাসনের পটভূমি

"১৭৫৭ সাল। অবিভক্ত বাংলার নদিয়া জেলার পলাশির প্রান্তরে ঘটেছিল এক রক্তক্ষয়ী রণযুদ্ধ! এ যুদ্ধে বিপক্ষের সেনাপতি ইংরেজ যোদ্ধা লর্ড ক্লাইভের কাছে নবাব সিরাজ-উদ্‌দৌলা পরাজিত হলে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য অস্ত যায়। স্বাধীন নবাব সিরাজের সৈন্যরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে শহীদ হয়েছেন কত সৈন্য। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে নবাব সিরাজের বীর সেনাপতি মীরমদন প্রাণপণ লড়েও মৃত্যুবরণ করে হয়েছেন শহীদ। শহীদ মীরমদনকে স্মরণে রাখলেও আমরা মনে রাখিনি পলাশির প্রান্তরে প্রয়াত সমস্ত শহীদ সেনাদের নাম। তাঁদের জন্যে রচিত হয়নি কোনো স্মৃতিস্তম্ভ, লেখা হয়নি তাঁদের নাম ইতিহাসে।

স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হলে ভারত তথা বাংলার মাটিতে একদিন শুরু হয়ে যায় বিদেশি ইংরেজের রাজত্ব। তমসাচ্ছন্ন হয়ে

যায় বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি। ইংরেজের অমানবিক শাসনব্যবস্থা যাঁরা মেনে নেননি তাঁদের কপালে জোটে অত্যাচার, অবমাননা। ইংরেজ শাসনতন্ত্রের অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হওয়ায়, প্রতিবাদীর ভূমিকা নেওয়ায় মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছিল ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে। বাংলার সন্তান নন্দকুমার রায়ের মৃত্যু ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে ইংরেজের বিচারের প্রহসন একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। অধিকাংশ ইংরেজ শাসকদের বিচারের নামে স্বেচ্ছাচারের ফলে এই বিপ্লবী বাঙালিকে শহীদ হতে হয়েছিল।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ। পলাশির যুদ্ধের একশত বছর পরে ভারতের মাটিতে সংগঠিত হয় সিপাহি বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহকে বলা হয়ে থাকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা তথা প্রথম পর্যায়। বাংলার পরিমণ্ডলে সিপাহি বিদ্রোহের পর্বে ঈশ্বরী পান্ডে, মঙ্গল পান্ডে প্রমুখ বিদ্রোহী সিপাহিদের আত্মবলিদান বৃথা হয়নি। বিদ্রোহের আগুন এই ঘটনার পরে ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মীরাট, দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরিলী হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহের কেন্দ্র। ঝাঁসিতেও সিপাহিরা বিদ্রোহী হয়েছিল। বিদ্রোহী সিপাহিদের হাতে মারাও পড়েছিল শত্রুপক্ষের অনেক ইংরেজ শাসক। স্বাধীনতা রক্ষার্থে বিদ্রোহী নায়কের ভূমিকায় মারাঠা বীর তাঁতিয়া টোপী আর কানপুরের নানা সাহেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ঝাঁসির স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে বীর বিক্রমে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ। তাঁতিয়া টোপী ধরা পড়লেন ইংরেজদের হাতে—বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়েছিল। ইংরেজ শত্রুদের কাছে নানাসাহেব ধরা দেননি; তিনি পালিয়ে স্বাধীনতার মান বাঁচিয়েছিলেন।

মহাবিদ্রোহ নামে চিহ্নিত হয়েছে সিপাহি বিদ্রোহ। এই

বিদ্রোহের অনেক আগে আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষ করে বাংলা ও বিহারের নানা জায়গায় রেশম, নীল, লবণ, আফিম প্রভৃতি উৎপন্নকারী কৃষকরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ইংরেজ সরকারের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, ওয়াহাবি আন্দোলন—সবই মূলত ছিল না কী কৃষকদের বিদ্রোহ? এইসব বিদ্রোহ ছিল ইংরেজ শাসকদলের বিরুদ্ধে। দুঃখের কথা—এইসব বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন যেসব কৃষক-মজুররা তাঁদের বিরুদ্ধে থেকে অনেক দেশীয় রাজা-রাজন্য ব্যক্তি, জমিদার শ্রেণি ইংরেজ সরকারের অত্যাচারকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। ইংরেজদের সহায়তা করেছিল।

এরপর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ইতিহাসের পথ নতুন নতুন দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এই জীবনীগ্রন্থের বিপ্লবী নায়ক বসন্তকুমার বিশ্বাসের জীবনকালের (খ্রিস্টাব্দ ১৮৯৫-১৯১৫) সূচনা ঘটেছে যখন তখন বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছেন অনেক তেজোদীপ্ত স্বদেশপ্রেমী ব্যক্তিত্ব। আর সেইসব ব্যক্তিত্বদের ভূমিকাতেই শুরু হয়ে গেছে ভারত-মুক্তিকামী স্বাধীনতা সংগ্রাম। যে সংগ্রামে বসন্তকুমার আজীবন মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকায় লড়ে শহীদ-মৃত্যু বরণ করেছেন।

॥ দুই ॥

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা

বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিশেষ রূপ নিতে শুরু করেছে। সংগ্রামী তথা দেশপ্রেমী নেতারা সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার উদ্যোগ নিতে শুরু করেছেন। গ্রাম, জেলা, রাজ্য নির্বিশেষে সংগ্রামকে একটি জাতীয় রূপ দেবার জন্যে এই বিপ্লবী নেতারা সক্রিয়, সচেষ্ট হতে শুরু করেছেন। ইংরেজ তথা ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্যে দেশের যুবশক্তি ধীরে ধীরে এ সময় বৈপ্লবিক নানা কাজে ব্রতী হয়েছে—জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। বাংলার নবীন প্রজন্ম বাংলার দেশপ্রেমিক যুবকদের ভূমিকা ছিল দৃষ্টান্তমূলক। রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীন, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, প্রমুখ বীর বঙ্গাসন্তানরা

মুক্তিযুদ্ধে একের পর এক এসে যুক্ত হয়ে কাজ শুরু করেছেন। বাড়িঘর ছেড়ে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে, লেখাপড়া ছেড়ে, রুজি-রোজগার ছেড়ে চলে এসেছেন সকলে— দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মোচন করবেন বলে। 'ইংরেজ নিপাত যাও', 'বিদেশী পণ্য বর্জন করো'— এবংবিধ স্লোগানে এরপর সরব হয়ে উঠেছে দেশের দশদিক। বিপ্লবকে জাতীয় রূপ দেওয়ার জন্যে তরুণ যুবকরা শুধু নিজেদের ঘর-সংসার ছাড়েননি— চলে গিয়েছেন কেউ কেউ ভিন্ন রাজ্যে। কেউ কেউ চলে গিয়েছেন বিদেশে—চিন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর, কানাডা, ইরান আর তুর্কিস্তানে। বিশ্বের নানান জায়গায় গড়ে উঠতে শুরু করেছে বিপ্লবের ঘাঁটি। ভারতের মুক্তিযুদ্ধে গড়ে উঠেছে 'গদর' নামক পার্টি—আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া তথা সানফ্রান্সিসকোতে। সেখান থেকেই বিপ্লবের কাজ চলেছে। 'গদর' মানে? বিদ্রোহ। বিদ্রোহ, বিপ্লব, সশস্ত্র বিপ্লব। তাই প্রয়োজন হয়েছে অস্ত্রের। অস্ত্র সংগ্রহের জন্যে যে ভূমিকা নিয়েছেন বিপ্লবীরা—তা ছিল দুঃসাহসিক। সশস্ত্র বিপ্লবীদের কণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হয়েছে—'বন্দে মাতরম'। কখনও ধ্বনি উঠেছে— 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো', 'ইংরেজ খতম করো'।

বিপ্লবী দল গড়ে তোলা, তখন ছিল সহজ কাজ না। চাই গোপনীয়তা, চাই সাবধানতা। সব দিক বজায় রেখে বিপ্লবীদের দেশ-উদ্ধারের কাজ করতে হয়েছে—ইংরেজ শত্রুদের চোখ এড়িয়ে। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, স্বদেশ বান্ধব সমিতি, সুহৃদ সমিতি, সাধনা সমিতি, ছাত্রসভা, ভারতসভা—বাংলার নানান জায়গায় গড়ে ওঠা এইসব বিপ্লবী আখড়া বা সমিতিগুলোর কাজের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? দেশের বা স্থানের মানুষদের মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক মানসিকতা